ক্রিকেটের অস্কার

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

'অস্কার' শুধু চলচ্চিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, ছড়িয়ে পড়ছে ক্রিকেটেও। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফআইসিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে এ বছর থেকে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এ পুরস্কার প্রদান শুরু হচ্ছে।

১ আগস্ট ২০০৩ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৪ এই সময়কালের মধ্যে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেয়া হবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনের আলেক্সান্দ্রা প্যালেসে।

ক্রিস গেইল

ক্রিকেটে অস্কার সমমানের এই পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে খেলোয়াড়দের মনোনীত করেছেন রিচি বেনোর নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচক কমিটি। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ইয়ান বোথাম, সুনীল গাভাস্কার, মাইকেল হোল্ডিং ও ব্যারি রিচার্ডস।

নিম্নলিখিত ৭টি ক্ষেত্রে প্রদান করা হবে-

* ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার
* টেস্ট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার
* ওয়ানডে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার
* ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার
* টেস্ট টিম অব দ্য ইয়ার
* ওয়ানডে টিম অব দ্য ইয়ার
* স্পিরিট অব ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড

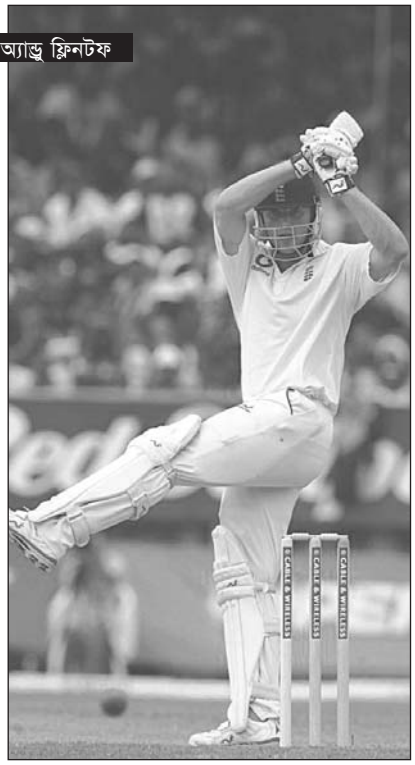
অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ

ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত পারফরমেন্স ক্যাটাগরির ৪টি ক্ষেত্রের মনোনীতদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে চূড়ান্ত বিজয়ীদের বেছে নেবার কাজটি করবেন ৫০ সদস্যের ভোটিং প্যানেল। এই প্যানেলে রয়েছেন টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর বর্তমান ১০ জন অধিনায়ক, আইসিসি'র এলিট প্যানেলের ৮ জন আম্পায়ার, ৭ জন ম্যাচ রেফারি এবং ২৫ জন প্রাক্তন খেলোয়াড় ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। রিচি বেনো, গ্রায়েম পোলক, ব্যারি রিচার্ডস, টনি কোজিয়ার, ভিভ রিচার্ডস, সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, ইয়ান বোথাম, মাইকেল হোল্ডিং, জাভেদ মিঁয়াদাদ, মার্টিন ক্রো, ডেভ হাটন, অর্জুনা রানাতুঙ্গা, অরবিন্দ ডি সিলভা, স্টিভ ওয়াহ, অ্যালান ডোনাল্ড, ওয়াকার ইউনুসের মতো ব্যক্তিত্বরা চূড়ান্ত বিচারকের ভূমিকায় থাকবেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন খেলোয়াড় আতহার আলী খান ও বর্তমান অধিনায়ক রাজিন সালেহ এই ভোটিং প্যানেলের সদস্য। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ৪টি ক্ষেত্রেই এই ৫০ জনের প্রত্যেকেই ৩ জন খেলোয়াড় নির্বাচন করবেন। ধরা যাক, বাংলাদেশের অধিনায়ক রাজিন সালেহ ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার হিসেবে পর্যায়ক্রমে ব্রায়ান লারা, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ ও মুত্তিয়া মুরালিধরনকে ভোট দিলেন। এ ক্ষেত্রে লারার অ্যাকাউন্টে যোগ হবে ৩ পয়েন্ট। ফ্লিনটফ ২ ও মুরালি ১ পয়েন্ট পাবেন। টেস্ট, ওয়ানডে এবং ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। অর্থাৎ ৫০ জনের ভোটিং প্যানেলের প্রত্যেকেই ৪ ক্যাটাগরির জন্য ৩-২-১ সিস্টেমে ৩ জন করে খেলোয়াড়দের ভোট দেবেন। ৫০ জনের ভোটিং পয়েন্টের সমন্বিত ফলাফলে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হবে। টেস্ট টিম অব দ্য ইয়ার এবং ওয়ানডে টিম অব দ্য ইয়ার নির্বাচনের দায়িত্ব রিচি বেনোর নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যবিশিষ্ট সেই নির্বাচক কমিটির।

ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার

ব্রায়ান লারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
রাহুল দ্রাবিড় (ভারত)
ভিভিএস লক্ষ্মণ (ভারত)
বীরেন্দর শেবাগ (ভারত)
অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (ইংল্যান্ড)
স্টিভ হার্মিসন (ইংল্যান্ড)
ম্যাথু হেইডেন (অস্ট্রেলিয়া)
রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)
মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা)

ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার, টেস্ট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার এবং ওয়ানডে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার ৩টি পুরস্কারের জন্যই মনোনীতদের তালিকায় রয়েছে ৬ জন ক্রিকেটার- অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, ম্যাথু হেইডেন, রিকি পন্টিং, জ্যাক ক্যালিস, ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং মুত্তিয়া মুরালিধরন। টেস্ট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারের জন্য রিচি বেনোরা নির্বাচিত করেছেন ১২ জনকে। এদের মধ্যে ৬ জন ব্যাটস্ম্যান, ব্যাটিং অলরাউন্ডার ২ জন, ২ জন ফাস্ট বোলার, ১ জন স্পিনার এবং ১ জন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান রয়েছেন। নির্বাচিতদের মধ্যে ১ আগস্ট ২০০৩ থেকে

৩১ জুলাই ২০০৪ সময়কালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ম্যাথু হেইডেন। ১১ ম্যাচে তার রান ১৫২৩। ১৪৮১, ১৩৫৪, ১২৪১, ১২৩০ ও ১০৭৯ রান নিয়ে তার পেছনে রয়েছেন যথাক্রমে ব্রায়ান লারা, জ্যাক ক্যালিস, রাহুল দ্রাবিড়, রিকি পন্টিং ও বীরেন্দর শেবাগ। বাকিদের মোট রান ৪ অঙ্ক ছোঁয়নি। রান গড়ের দিক থেকে সর্বাগ্রে দ্রাবিড়ের অবস্থান। তার ৯৫.৪৬ গড়ের পেছনে ৮০.১৬, ৭৪.৭৫, ৭২.৩৫ ও ৭১.২৬ রান গড় নিয়ে রয়েছেন যথাক্রমে হেইডেন, লক্ষ্মণ, পন্টিং ও ক্যালিস। সর্বাধিক ৬ সেঞ্চুরি হেইডেনের। ৫টি করে শতক লারা ও ক্যালিসের।

বোলারদের মধ্যে মাত্র ৮টি ম্যাচ খেলেই সর্বাধিক ৬৮ উইকেট পেয়েছেন মুত্তিয়া মুরালিধরন। হার্মিসন ৬১, ফ্লিনটফ ৪৩, গিলেস্পি ৩২ ও ক্যালিস ২৬ উইকেট পেয়েছেন।

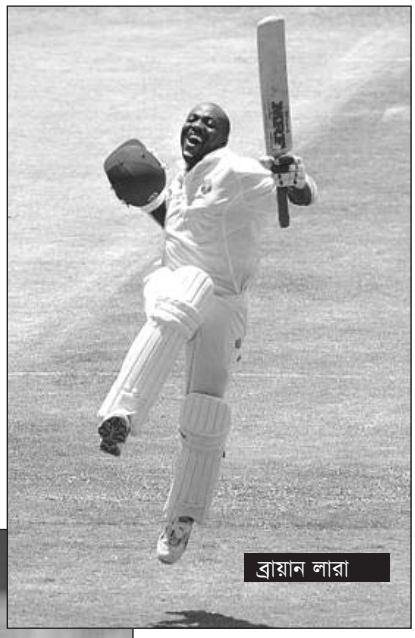
ব্রায়ান লারা

স্টিভ হার্মিসন

সব মিলিয়ে টেস্ট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার হবার লড়াইয়ে ফ্লিনটফ, ক্যালিস, হার্মিসন, দ্রাবিড় ও মুরালিধরন এগিয়ে থাকবেন।

টেস্ট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার

রাহুল দ্রাবিড় (ভারত)
অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (ইংল্যান্ড)
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (অস্ট্রেলিয়া)
জ্যাসন গিলেস্পি (অস্ট্রেলিয়া)
স্টিভ হার্মিসন (ইংল্যান্ড)
ম্যাথু হেইডেন (অস্ট্রেলিয়া)
ব্রায়ান লারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
ভি ভি এস লক্ষ্মণ (ভারত)
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)
মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা)
রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)
বীরেন্দর শেবাগ (ভারত)

ওয়ানডে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারের শর্টলিস্টে আছেন ১৭ জন খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক ৫ জন আছেন এই তালিকায়। নির্বাচিতদের মধ্যে হাজার রানের কোটা পেরিয়েছেন ৩ জন ব্যাটসম্যান- শচীন টেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং ও অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। তাদের রান যথাক্রমে ১১২২, ১০৬০ ও ১০৩১। রান গড়ে শীর্ষে অবস্থান অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের। ১২ ম্যাচে ৫৫১ রান

এ সপ্তাহের খেলাধুলা

অখ্যাত গ্যাটলিন এখন বিখ্যাত

১০০ মিটার স্প্রিন্ট যেন অলিম্পিকেরই সমার্থক। নিঃসন্দেহে অলিম্পিকের সবচেয়ে আকর্ষণীয়, উত্তেজনাকর ইভেন্ট। ৯.৮৫ সেকেন্ড দৌড় শেষ করে এবার এই ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছেন মার্কিন স্প্রিন্টার জাস্টিন গ্যাটলিন।

অথচ তিনি ফেবারিট ছিলেন না কোনোভাবেই। মরিস গ্রিন, আসাফা পাওয়েল, শন ক্রাফোর্ডদের মতো স্প্রিন্টার থাকায় গ্যাটলিনের দিকে কারোই তেমন একটা নজর ছিল না। অথচ বাজিমাত করলেন তিনিই।

আগামী ৪ বছরের জন্য বিশ্বের দ্রুততম মানবের মুকুটটি থাকবে গ্যাটলিনের মাথায়। এবারের ১০০ মিটার স্প্রিন্টকে বলা হচ্ছে ইতিহাসের সর্বকালের সেরা স্প্রিন্ট। ফাইনালের ৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভেতর ঘানার আজিজ জাকারিয়া পায়ের পেশিতে টান পড়ায় দৌড় শেষ করতে পারেননি। বাকিদের মধ্যে সবচেয়ে পেছনে ছিলেন বারবাডোজের ওবাডেলে টমসন। যদিও তিনি সময় নিয়েছেন মাত্র ১০.১ সেকেন্ড! প্রথম ৫ জন ১০ সেকেন্ডের কমে দৌড় শেষ করেছেন। জাস্টিন গ্যাটলিন ৯.৮৫, ফ্রান্সিস ওবিকওয়েলু ৯.৮৬, মরিস গ্রিন ৯.৮৭, শন ক্রাফোর্ড ৯.৮৯ এবং আসাফা পাওয়েল ৯.৯৪ সেকেন্ডে টাচ্‌লাইন ছুঁয়েছেন। ইতিহাস-সেরা স্প্রিন্ট তো একে বলা হবেই।

ফেলপসের অলিম্পিক জয়

সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্ট হয়তো জিতেছেন গ্যাটলিন। কিন্তু এবারের অলিম্পিকে এককভাবে সবচেয়ে বড় সাফল্য একজন সাঁতারুর- নাম তা মাইকেল ফেলপস।

ইয়ান থর্পের জয়জয়কার যখন সুইমিং পুলগুলোর নিয়মিত চিত্র, তখনই ফেলপসের আবির্ভাব। এবারের অলিম্পিকে শুধু ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেই দেখা হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন দুই সাঁতারুর। এই ইভেন্টে থর্পের কাছে পরাজয় মেনে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ফেলপস্‌কে। কিন্তু অলিম্পিক শেষে থর্পকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে ফেলপস্। ৬টি স্বর্ণ ও ২টি ব্রোঞ্জের সমন্বিত ফলাফলে ৮টি পদক তার দখলে। ২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলে, ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ৪২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ৪১০০ মিটার মিডলে রিলেতে স্বর্ণ জিতে ইতিহাস গড়েছেন ফেলপস্। মার্ক স্পিৎজের ৭টি স্বর্ণের রেকর্ড ছুঁতে পারেননি ঠিক; কিন্তু ৬টি স্বর্ণ ও ২টি ব্রোঞ্জসহ ৮টি পদক জিতে মাইকেল ফেলপস্‌ই এবারের অলিম্পিকের সফলতম ক্রীড়াবিদ।

আর্জেন্টিনার প্রতীক্ষার অবসান

একটি ফুটবল শিরোপার জন্য আর্জেন্টাইনদের শুধু অপেক্ষা ছিল না, ছিল প্রায় এক যুগের প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে এবারের অলিম্পিকে। ফাইনালে ন্যূনতম গোলে প্যারাগুয়েকে হারিয়ে স্বর্ণ জিতেছে তারা।

১৯৯৩ সালে কোপা আমেরিকা জেতার পর প্রায় এক যুগ ফুটবলে সাফল্য-খরা গেছে আর্জেন্টিনার। ৩টি বিশ্বকাপে সাফল্য

করেছেন তিনি ৭৮.৭১ গড়ে, ২টি শতক ও ৪টি অর্ধশতকসহ। সর্বাধিক ৫টি শতক ভিভি এস লক্ষ্মণের।

বোলিংয়ে হিথ স্ট্রিক ২৮ উইকেট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। ড্যানিয়েল ভেট্টরি ও জ্যাসন গিলেস্পি ২৬টি করে উইকেট নিয়ে পরবর্তী অবস্থানে। তবে ওয়ানডে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার হবার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে অলরাউন্ডাররা। ক্রিস গেইল, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ ও জ্যাক ক্যালিসের ভেতর থেকেই একজনের এই পুরস্কার জেতার প্রবল সম্ভাবনা। ক্রিস গেইল ২৪ ম্যাচে ৫৩.৭৭ গড়ে ৩টি শতক, ৩টি অর্ধশতকের সমন্বয়ে ৯৬৮ রান করার পাশাপাশি ২৭.১৯ গড়ে নিয়েছেন ২১ উইকেট। ফ্লিনটফ ১২ ম্যাচে ৭৮.৭১ গড়ে করেছেন ৫৫১ রান। পাশাপাশি ২০.৫ গড়ে

ইরফান পাঠান

ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার

টিনো বেস্ট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
ডেভন স্মিথ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
মাইকেল ক্লার্ক (অস্ট্রেলিয়া)
ইমরান ফারহাত (পাকিস্তান)
উমর গুল (পাকিস্তান)
ইয়াসির হামিদ (পাকিস্তান)
হামিশ মার্শাল (নিউজিল্যান্ড)
ইরফান পাঠান (ভারত)

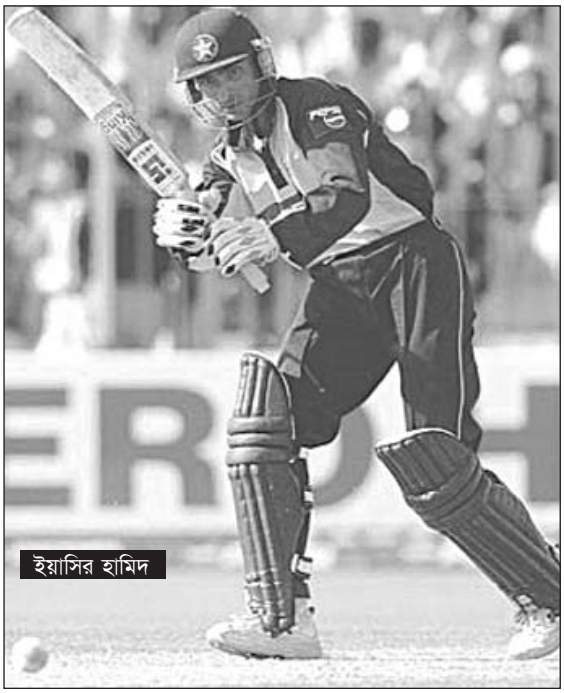
ইয়াসির হামিদ

পেয়েছেন ১২ উইকেট। জ্যাক ক্যালিস ১৬ ম্যাচে ৩৬.৫৮ গড়ে ১২ উইকেটের সঙ্গে ৬২.০৯ গড়ে করেছেন ৬৮৩ রান। এদের বাইরে ভিভিএস লক্ষ্মণ কিংবা শচীনেরই কেবল এ পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ক্রিকেটার

পায়নি। এর মধ্যে সর্বশেষটিতে আর্জেন্টিনা ছিল হট ফেবারিট। কিন্তু তারা প্রথম রাউন্ডের বাঁধাই পেরুতে পারেনি। ক'দিন আগে কোপা আমেরিকার ফাইনালেও হেরেছে ব্রাজিলের কাছে। এ সব কারণে অলিম্পিকের স্বর্ণ জয় তাদের ক্ষতে প্রলেপ দেবার মতো। অলিম্পিকে অপরাজিত থেকে ৬ খেলায় ১৭ গোল করেছে আর্জেন্টিনা। গোল খায়নি একটিও। ৮ গোল করে অলিম্পিকের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন কার্লোস টেভেজ। ম্যারাডোনার ১০ নম্বর জার্সির সার্থক উত্তরাধিকারী তিনি। টেভেজের যাদুকরী বল কন্ট্রোল বার বার 'আর্জেন্টাইন ঈশ্বরের' কথা মনে করিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে তারকাদের তারকা হবার পথে এবারের অলিম্পিককে যথাযথভাবেই কাজে লাগালেন টেভেজ।

রাজিন সালেহ অধিনায়ক

ইনজুরির কারণে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড সফর এবং ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মিস্ করছেন বাংলাদেশ দলের নিয়মিত অধিনায়ক হাবিবুল বাশার। অনেক নাটকের পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন রাজিন সালেহ।

ব্যাপারটা রাজিনের কাছে অনেকটা স্বপ্নের মতো। বাংলাদেশের ডেব্যু টেস্ট স্কোয়াডে থাকার পর হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরলেন গত বছর পাকিস্তান সফরে। এরপর থেকে দলের নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সদস্য। সহঅধিনায়কত্ব পেয়েছেন আগেই। এখন হলেন অধিনায়ক।

তবে হাবিবুলের ইনজুরির পর অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে বোর্ড যথেষ্ট টালবাহানা করেছে। অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে সহঅধিনায়ক দলের হাল ধরবেন এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করে তুলেছিল বিসিবি। শুধু রাজিন নয়, অধিনায়ক হিসেবে খালেদ মাহমুদ, খালেদ মাসুদও ছিলেন তাদের বিবেচনায়। শেষ পর্যন্ত রাজিনকেই অধিনায়ক করা হয়। তবে প্রাক্তন অধিনায়ক ও দলের সিনিয়র খেলোয়াড় খালেদ মাসুদকে রাজিনের ডেপুটি করে অনেকের সমালোচনা কুড়িয়েছে বিসিবি।

অসিদের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি

আরো একটি ওয়ানডে শিরোপা জিতলো অস্ট্রেলিয়া। নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় ভিডিওকন সিরিজে পাকিস্তান-ভারতকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হলো অস্ট্রেলিয়া। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছে নেদারল্যান্ডসের আন্ডার প্রিপেয়ার্ড পিচে। আর বৃষ্টির কারণে লীগ পর্বের ৩টি ম্যাচের দুটিই শেষ হতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পথে এগিয়ে গিয়েছিলো পাকিস্তান। ভারত-অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দুটি পরিত্যক্ত হলে পয়েন্টের দিক থেকে বাদ পড়ে যায় ভারত।

ফাইনালে লো-স্কোরিং ম্যাচে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ১৯২ রান সংগ্রহ করে অসিরা। এরপর সহজ জয়ের টার্গেটেও পৌঁছতে পারেনি পাকিস্তান। ব্যাটস্ম্যানদের ব্যর্থতায় মাত্র ১৭৫ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। মেনে নেয় ১৭ রানের পরাজয়। একই সঙ্গে ক্রিকেটবিশ্ব আরো একবার মেনে নেয় অস্ট্রেলিয়ার রাজত্ব।

শাহেদ কামাল

অব দ্য ইয়ারের জন্য মনোনীত হয়েছেন ১০ জন খেলোয়াড়। ভারতের ৩ জন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ২ জন করে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ১ জন করে খেলোয়াড় এই শর্টলিস্টে রয়েছেন। টেস্ট, ওয়ানডে- উভয় ক্ষেত্রে চমৎকার পারফরমেন্সের কারণে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, ভিভিএস লক্ষ্মণ ও মুত্তিয়া মুরালিধরন পুরস্কার জেতার জন্য ফেবারিট। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ ও কিউইদের বিপক্ষে হোম সিরিজে দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিংয়ের জন্য স্টিভ হার্মিসনও পুরস্কারটি জিততে পারেন। নিষ্ফলা মাঠের কৃষকের মতে পুরো দলকে বিরামহীন সার্ভিস দেবার জন্য ব্রায়ান লারাও এ পুরস্কারের অন্যতম দাবিদার। এ ক্ষেত্রে তার বিশ্বরেকর্ড পুনরুদ্ধার করা অপরাজিত ৪০০ রানের ইনিংসটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ওয়ানডে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার

স্টিফেন ফ্লেমিং (নিউজিল্যান্ড)
অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (ইংল্যান্ড)
ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (অস্ট্রেলিয়া)
জ্যাসন গিলেস্পি (অস্ট্রেলিয়া)
ম্যাথু হেইডেন (অস্ট্রেলিয়া)
রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)
অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস্ (অস্ট্রেলিয়া)
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)
শন পোলক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
ভিভিএস লক্ষ্মণ (ভারত)
শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)
মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা)
চামিন্দা ভাস (শ্রীলঙ্কা)
আব্দুর রাজ্জাক (পাকিস্তান)
হিথ স্ট্রিক (জিম্বাবুয়ে)
ড্যানিয়েল ভেট্টরি (নিউজিল্যান্ড)

ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে প্রতিশ্রুতিশীল সেরা খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হবে। ১ আগস্ট ২০০৩ সালের আগে যাদের বয়স ২৬ বছরের মধ্যে ছিল এবং এর আগে ৫টি টেস্ট ও ১০টি ওয়ানডের চেয়ে বেশি ম্যাচ যারা খেলেননি, তারাই এ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন। শর্টলিস্টে নির্বাচিত ৮ জনের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানি, ২ জন ক্যারিবিয়ান এবং ১ জন করে কিউই, অসি ও ভারতীয় রয়েছেন। মাইকেল ক্লার্ক, টিনো বেস্ট, ডেভন স্মিথ, হামিশ মার্শাল, ইমরান ফারহাত, উমর গুলকে ছাড়িয়ে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে পাকিস্তানের ইয়াসির হামিদ ও ভারতের ইরফান পাঠানের ভেতর। ইয়াসির হামিদ টেস্টে ১০ ম্যাচে ৪৯.০০ গড়ে ২টি শতক ও ৩টি অর্ধশতকসহ করেছেন ৭৮৪ রান। ওয়ানডেতে ২৮ ম্যাচে ৩টি শতক, ৯টি অর্ধশতকের সমন্বয়ে

জ্যাক ক্যালিস

শচীন টেন্ডুলকার

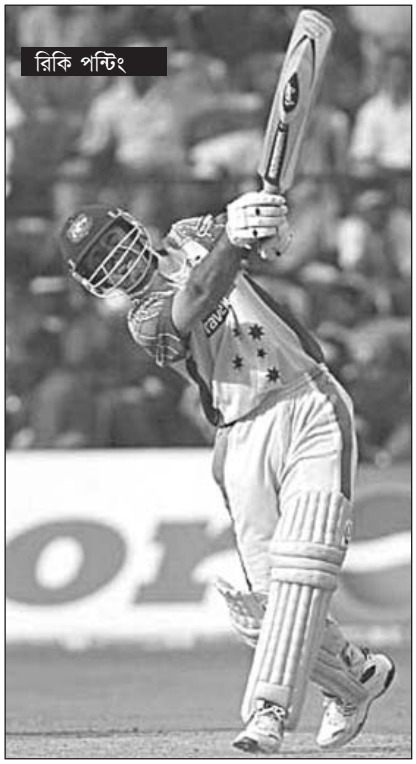
রিকি পন্টিং

৪৯.৫২ গড়ে তার সংগ্রহ ১৩৩৭ রান। ওয়ানডেতে ইয়াসিরের এই রান সকল আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। একইভাবে সর্বোচ্চ ইরফান পাঠানের উইকেট সংখ্যাও। ওয়ানডেতে ১৮ ম্যাচে ২৩.১৯ গড়ে তিনি শিকার করেছেন প্রতিপক্ষের ৩৬ জন ব্যাটসম্যানকে। টেস্টে ৫ ম্যাচে ১৬ উইকেট অর্জনও একজন নবাগতের পক্ষে যথেষ্ট ভালো রেকর্ড। ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারের লড়াই এ দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

টেস্ট টিম অব দ্য ইয়ার এবং ওয়ানডে টিম অব দ্য ইয়ার নির্বাচন করবেন রিচি বেনোর নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। টেস্ট, ওয়ানডে- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কম্বিনেশনের দল গড়বেন তারা। ১ আগস্ট ২০০৩ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৪ সময়ের মধ্যে সব দেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করে এই দল দুটো গড়বেন রিচি বেনোরা। উভয় দলেরই অধিনায়ক নির্বাচনের কাজটাও করবেন তারা।

ফুটবলে ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাৎসরিক পুরস্কার। ক্রিকেটে এতোদিন এ রকম কোনো পুরস্কার ছিল না। এ বছর চালু হওয়া অস্কার সমমানের এই পুরস্কার ক্রিকেটারদের আরো বেশি অনুপ্রাণিত করবে। খেলাটির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এ পুরস্কার ভালো ভূমিকা রাখবে।